Security Council rejects move for observer force in Palestine, Page 11

The Independent

City Edition

VOL. 6, NO. 259, REGD. NO. DA 1664, DHAKA WEDNESDAY 20 DECEMBER 2000, 6 POUSH 1407, 23 RAMZAN 1421, 16 PAGES TAKA 6

People 'warmly welcome' polymer ten taka notes: BB Governor

The introduction of polymer ten taka notes has cast a positive impact as people have "warmly welcomed" the technologically developed currency notes, Bangladesh Bank Governor Dr Mohammad Farashuddin said yesterday, reports BSS.

He said people have enthusiastically accepted the notes which are durable, easy to handle and cost effective. The Governor of the Bangladesh Bank said for the time being ten taka notes have been circulated in the market but within a few years all the denominations of the Bangladesh currency would be converted into polymer notes.

Cotton-based paper notes are being increasingly dumped in many countries and replaced by polymer version. The new notes developed in Australia, are revolutionising the way countries produce their currency, proving more secure, durable, clean and cost effective.

Australia is the pioneer of this technology which is being accepted by several countries across the world. Note printing Australia (NPA), a wholly subsidiary of the Reserve Bank of Australia (RBA), prints bank notes for Australia and also exports to a rapidly growing number of countries which are opting for polymer notes considering manifold advantages. The RBA and NPA, in conjunction with the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) innovated the technology as an alternative to traditional paper notes.

So far 16 countries both in developed and developing world have shown tremendous interest in the technology and have gone for polymer notes. Asian countries including Indonesia, Malaysia and oil-rich Kuwait have opted for this.

Bangladesh is the first country in South Asia to introduce this technology as the ten taka polymer notes were circulated on December 14, synchoronising the great "Victory Day". Some other countries of the region are also willing to make a beginning with the polymer in their currency.

"This technology is extremely useful for us since our people particularly need such notes which are durable and easily functional" said Dr Farashuddin. He said Bangladesh will start printing of polymer notes in its own security and printing press as soon as possible and added that all the denominations of the currency would be converted into polymer notes within a few years.

ঢাকা বুধবার
ডিসেম্বর ২০
২০০০
৬ পৌষ ১৪০৭
২৩ রমজান ১৪২১ হিজরী
রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০
বর্ষ ১ সংখ্যা ৩৪৩
১৬ পৃষ্ঠা : ৭ টাকা

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ

Dhaka
Wed
Dec 20,
2000

১০ টাকার পলিমার নোট নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে তুলকালাম

যুগান্তর রিপোর্ট

পলিমারের তৈরি ১০ টাকার নতুন নোট নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে বহুদিন ধরেই শোরগোল চলছে। গতকাল ঘটেছে তুলকালাম কাণ্ড। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে নতুন নোট না পেয়ে বহু লোক শোরগোল করলে পুলিশ ও দালালদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়। পুলিশকে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হয়। দালালরা বাংলাদেশ ব্যাংকের একশ্রেণীর অসৎ কর্মচারী ও শ্রমিক নেতাদের সহযোগিতায় নতুন ১০ টাকার বিপুল পরিমাণ নোট সংগ্রহ করে বেশি দামে বাইরে বিক্রি করছে। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক অস্ট্রেলিয়া থেকে পলিমারের ১০ টাকার নতুন নোট ছেপে এনে বাজারে ছাড়ে। এ উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। এতে নতুন নোট সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে নতুন নোট সংগ্রহের জন্য বাজারে ছাড়ার প্রথম দিনেই আগ্রহীরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওইদিন থেকে রবি ও সোমবার ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের ৮টি কাউন্টার থেকে নতুন নোট বিতরণ করা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক : পৃষ্ঠা : ২ ক: ৩

"TURMOIL AT BANGLADESH BANK FOR 10 TAKA POLYMER NOTE"

কোন ঘোষণা ছাড়াই সকাল থেকে নোট বিতরণ বন্ধ রাখা হয়। নোট নিতে আসা আগ্রহীরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখছে নোট বিতরণ করা হচ্ছে না তখন সমবেত বিপুলসংখ্যক গ্রাহক হই-হট্টগোল শুরু করে। চাপের মুখে পড়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২টার পর থেকে নোট বিতরণ শুরু করে। এ সময় লাইনে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের আগে কিছু দালাল কাউন্টার থেকে নোট সংগ্রহে তৎপর হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ সময় কাউন্টারের সামনে ব্যাপক হট্টগোল এবং মারপিট শুরু হয়। হাতাহাতি বন্ধে কাউন্টারের সামনে মোতায়েন ব্যাংকের রিজার্ভ পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ ও হুইসেল বাজিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ৩টার আগেই নোট বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি সূত্র জানায়, কাউন্টারে লেনদেন বন্ধ হলেও পেছনে মহানিরাপত্তা এলাকা দিয়ে অবৈধ লেনদেন শুরু হয়। ব্যাংকের কেয়ারটেকার ও সিবিএ নেতা আলাউদ্দিন ক্যাশ বিভাগ থেকে প্রায় ১ লাখ টাকার নতুন নোট নিয়ে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ব্যাংকের প্রধান ফটক পার হওয়ার সময় গেটের দারোয়ান মোমেন তালুকদার তাকে আটক করে। এ ঘটনা জানাজানি হলে সিবিএ নেতারা এসে আটক ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সদরঘাট, গুলিস্তান, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলের পুরনো টাকার ব্যবসায়ীরা সিবিএ নেতাদের সহায়তায় কাউন্টার থেকে নতুন টাকা সংগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে ব্যাংকের সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক যুগান্তরকে অবৈধভাবে নোট পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, ব্যাংকের ভেতরে কিছু দালাল ছেঁড়া টাকার ব্যবসা করছে। এরাই নতুন নোটের ব্যবসার সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে। তবে তাদের সঙ্গে সিবিএর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি সিবিএ নেতা কর্তৃক নোট পাচারের ঘটনার সত্যতাও অস্বীকার করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নোটের ৫ কোটি পিস বাজারে ছাড়ার কথা বলেছে। কিন্তু তারা হাতে পেয়েছে মাত্র ৫০ লাখ পিস নোট। এত স্বল্পসংখ্যক নোট হাতে পেয়েই তারা তড়িঘড়ি করে ওই নোট ব্যাপক প্রচার চালিয়ে বাজারে ছাড়ে। ব্যাপক চাহিদার কারণে এখন তারা নতুন নোট দিতে পারছে না। কথা ছিল ১৪ ডিসেম্বর ওই নোট শুধু ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে বিতরণ করা হবে। পরে তা ব্যাংকের সব আঞ্চলিক অফিস থেকে ছাড়া হবে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত মতিঝিল অফিসের বাইরে আঞ্চলিক অফিসগুলোতে নোট সরবরাহ করা হয়নি। ফলে চট্টগ্রাম, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নোট নিতে ঢাকায় আসছে আগ্রহীরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোহাম্মদ রুহুল আমিন যুগান্তরকে জানান, সীমিত পরিমাণে নোট আসায় সংকট দেখা দিয়েছে। বাকি নোট এলে সংকট কেটে যাবে। তিনি অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে জানান। এদিকে যুগান্তরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানিয়েছেন, নতুন ১০ টাকার পলিমার নোটের প্রতিটি গতকাল অনেক জায়গায় এগার থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়েছে। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একশ্রেণীর দালাল নতুন নোটগুলো সংগ্রহ করে তাদের নিযুক্ত এজেন্ট বা হকারের কাছে প্রতি হাজার বারশ' টাকা করে বিক্রি করে। তারপর রাজধানীর বিভিন্ন বাসে ও ব্যস্ততম জায়গা এবং গাবতলী, মহাখালীসহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে আরও চড়া দামে উৎসাহী লোকজনের কাছে ১০ টাকার নোট বিক্রি হয়। কোথাও কোথাও পুলিশের সামনেই টাকার এই বেচাকেনা হয়েছে বাধাহীনভাবে।

প্রচার সংখ্যায় সর্বশীর্ষে
দৈনিক জনকণ্ঠ
দ্বিতীয় সংস্করণ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট
The Daily Janakantha
রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬ ॥ বর্ষ ১০ সংখ্যা ২০ ॥ ঢাকা ঃ বুধবার ৬ পৌষ ১৪০৭ বাংলা ॥ ২৩ রমজান ১৪২১ হিজরী ॥ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ইংরেজী ॥ পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ৭ টাকা

EXTREME CHAOS AT BANGLADESH BANK FOR 10 TAKA POLYMER NOTE

নতুন দশ টাকার পলিমার নোট নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে লঙ্কাকাণ্ড!

কাওসার রহমান ॥ নতুন দশ টাকার পলিমার নোট নিয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকে লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে। এ নোট সংগ্রহকে কেন্দ্র করে দুপুরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে দালালদের সঙ্গে নতুন নোট সংগ্রহ করতে আসা সাধারণ মানুষের হাতাহাতি হয়। বিকালে এক লাখ পিস নতুন পলিমার নোট পাচারকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক কেয়ারটেকার দারোয়ানের হাতে ধরা পড়ে। পরে কতিপয় সিবিএ নেতার হস্তক্ষেপে এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়। মঙ্গলবার দিনভর বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরেই এই নতুন নোট কেনাবেচা হয়।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখার ক্যাশ কাউন্টারে সরেজমিনে অবস্থান করে দেখা যায়, দুপুরে আধা ঘণ্টার জন্য ক্যাশ কাউন্টারে পলিমার নোট বিতরণ শুরু হলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অসংখ্য লোক এই নোট নেয়ার জন্য একসঙ্গে কাউন্টারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চার পুলিশকে হিমশিম খেতে দেখা যায়। পুলিশ শত চেষ্টা করেও আর লাইন ঠিক করতে পারেনি। এ সময় বেছে বেছে দালাণদেরকে অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে পলিমার নোট প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। অন্যদিকে কাউন্টার থেকে এই নতুন নোট নিয়ে এসেই দালালরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরে বিক্রি শুরু করে দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভিতরে সকলের নাকের ডগায় চলে পলিমার নোট কেনাবেচার জমজমাট ব্যবসা। হুমায়ুন নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিকিউরিটির এক লোককে পলিমার নোট ব্যবসায় দালালচক্রকে সহায়তা করতে দেখা যায়। প্রতিটি দশ টাকার নোট ১২/১৩ টাকায় বিক্রি হয়।

গত দু'দিন ধরেই বাংলাদেশ ব্যাংকে পলিমার নোট সংগ্রহের জন্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নতুন দশ টাকার নোট সংগ্রহ করতে আসে। মঙ্গলবার এই নোট নেয়ার জন্য সকাল ৮টা থেকে ক্যাশ কাউন্টারে লোকজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাংকের লোকজন দেই-দিচ্ছি বলে এই লাইন দেয়া লোকজনকে অপেক্ষায় রাখে। দুপুর দুইটার দিকে হাতাহাতি ও হৈ চৈয়ের মুখে দুপুর আড়াইটায় নতুন পলিমার নোট দেয়া শুরু হলে লাইনের লোকজন একসঙ্গে নোট নেয়ার জন্য কাউন্টারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরো কাউন্টার দালালরা দখল করে নেয়। কাউন্টারের লোকজন অতিরিক্ত ৫০ টাকার বিনিময়ে এক একটি বাণ্ডিল দালালদের হাতে তুলে দেয়। এ সময় লাইনে থাকা সাধারণ লোকজন ক্ষেপে গেলে তিনটার দিকে নতুন পলিমার নোট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। কাউন্টারের ভিতরে কর্মকর্তাদের পক্ষে লোকজনকে ভিড় করে এই পলিমার নোট সংগ্রহ করতে দেখা যা। এতে অন্যান্য কাউন্টারে কর্মরত কর্মকর্তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অনেক কাউন্টারে টাকা সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়া হয়। কাউন্টারের কর্মকর্তারা বলেন, পৃথিবীর কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টার এমন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকে না। তাঁরা নোটের দালালচক্রকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভিতর থেকে উচ্ছেদের দাবি জানান।